যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের বিড়ম্বনা দূর করুন

জাতীয় পত্রিকায় দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়োগদাতা সংস্থা কর্তৃক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে আবেদন না করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় যেন শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তরাই মেধাবী। আগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা নয়, বিভাগ নিয়েই শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সরকারের এটা একটি উদ্ভট সিদ্ধান্ত। বস্তুত দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় যেখানে নকলের মহোৎসব চলছে, সেখানে বিভাগ নিয়ে মেধা যাচাই করাটা কতটুকু যুক্তিসংগত তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই তাদের পক্ষে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাদের পরীক্ষায় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করা অসম্ভব। অধিকন্তু আজকাল অনেক অমেধাবী ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষায় নকলের পারদর্শিতার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ডিঙ্গিয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করে থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এরূপ শোচনীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগপ্রাপ্তদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দান সারা দেশে লাখ লাখ তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বেকারত্বের অভিশাপের দিকে ঠেলে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য তথাকথিত স্বার্থান্বেষী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত ৯ দফা চুক্তির অন্যায় ও অমানবিক ধারাসমূহ বাতিলের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রদানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নার্গিস বেগম
দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়